Cosmo School

শ্রেণি: অষ্টম

বিষয়: বাংলা ১ম পত্র

নারী

'নারী' কবিতায় কবি দেখিয়েছেন সভ্যতা নির্মাণে নারী ও পুরুষের অবদান সমান হলেও নারীর অবদান সমাজে স্বীকৃত নয়। পুরুষের আত্মত্যাগ যেভাবে ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে নারীদের আত্মত্যাগের কথা সেভাবে বর্ণিত হয় নি। পুরুষরা নানাভাবে নারীদের অত্যাচার করে। তাদের চোখে নারী মানে দাসী। তাই নারীকে তারা সব সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত রেখেছে।

সাম্যবাদী কবি নর ও নারী উভয়কেই মানুষ হিসেবে দেখেন। তিনি জগতে নর ও নারীর সাম্য বা সমান অধিকারে আস্থাবান। তাঁর মতে পৃথিবীতে মানবসভ্যতা নির্মাণে নর ও নারীর অবদান সমান। কিন্তু নারীরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। এখন দিন এসেছে সমঅধিকারের। তাই উজ্জল সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নির্মাণে নারী-পুরুষ উভয়কে সমানভাবে কাজ করতে হবে।

এ পৃথিবীতে সভ্যতা গড়ে উঠেছে নারী ও পুরুষের কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে। কোনো সাম্রাজ্য জয়, যুদ্ধ জয় নারীর অংশগ্রহণ ছাড়া সম্ভব হয় নি। পুরুষের আত্মত্যাগ ইতিহাসে লেখা থাকলেও নারীর আত্মত্যাগের কথা সেখানে লেখা নেই। কিন্তু কবি চান নারীর অবদান, নারীর শ্রম, ত্যাগ ও শক্তির কথা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকুক।

পুরুষের একার অংশগ্রহণে কোনো বিজয় অর্জিত হয়নি। সবক্ষেত্রেই রয়েছে নারীর অবদান। ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত আছে পুরুষের নামটি কিন্তু নারীর অবদানের কথা লেখা নেই। কবি নারীর প্রতি অবমূল্যায়নের এ অবস্থার পরিবর্তন চেয়েছেন। জগতের সকল কাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের সমান অবদান রয়েছে। একজন নারী কখনো মা কখনো বোন কখনো বা স্ত্রী। তারাই পুরুষের মূল প্রেরণাদাত্রী। তারা তাদের কর্মশক্তি দিয়ে প্রতিনিয়ত পৃথিবীকে এগিয়ে নিচ্ছে। যা মানব সভ্যতার জন্য কল্যাণের বার্তা বয়ে আনে।

বেদনার যুগ বলতে কবি যুদ্ধ, দাঙ্গা-হাঙ্গামাপূর্ণ বর্তমান যুগকে বুঝিয়েছেন। সমগ্র পৃথিবী আজ লড়াইয়ে মেতে আছে। অর্থ দিয়ে লড়াই, ক্ষমতার লড়াই। তাই পৃথিবীর কোথাও শান্তি নেই। নারী পুরুষ এক হয়ে সত্যের লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করলেই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠত হবে।

নারীকে অবমাননা করার যুগের অবসান হয়েছে। আমাদের পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা চিরকাল দুর্বল, অবহেলিত। নারীদেরকে সব সময় অবহেলা গঞ্জনার শিকার হতে হয়। নারী অবমাননার সেই যুগের অবসান হয়েছে। নারীরা আজ বুঝতে শিখেছে, অধিকার সচেতন হয়েছে।

প্রশ্ন: কবি বর্তমান সময়কে 'বেদনার যুগ' বলতে কী বুঝিয়েছেন?
প্রশ্ন: 'সে যুগ হয়েছে বাসি' বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?